সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এ্যানহান্সমেন্ট প্রজেক্ট
(সেকায়েপ)

তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি অনুদান ব্যবহার নির্দেশিকা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ মে ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিষয়: মাঠ পর্যায়ে সহযোগীদের ব্যবহারের জন্য তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি অনুদান ব্যবহার নির্দেশিকা জারী।

সেকায়েপ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মাঠ পর্যায়ে সহযোগী, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এসএমসি/এমএমসি ও পিটিএ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্যে অর্জনে তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি শিক্ষা (আইসিটি) ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী। প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সহযোগীগণ আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য ই-মেইলযোগে আদান প্রদান করতে পারে। এছাড়াও পরিবীক্ষণ ও নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপনে আইসিটি তথা ইন্টারনেট একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ই-মেইল ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সেকায়েপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য সহযোগীদের উৎসাহিত করছে এবং এজন্য আইসিটি অনুদান প্রবর্তন করেছে।

প্রকল্পের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সেকায়েপ প্রতিটি যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রতি মাসে অনুদান হিসেবে ৮০০.০০(আটশত) টাকা প্রদান করবে। ডিএলআই শর্ত পূরণ করে অনুদানের এ অর্থ ছাড় করা হবে। বছরে দুটি কিস্তিতে এ অনুদান অর্থ জমা করা হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও এসএমসি/এমএমসি সভাপাতির যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব নম্বরে। ২০১৪ শিক্ষা বছরে সেকায়েপভুক্ত ১২৫টি উপজেলার এবং ২০১৫ শিক্ষা বছরে ৯০টি নতুন উপজেলাসহ মোট ২১৫ উপজেলার প্রতিষ্ঠানসমূহ আইসিটি অনুদানের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

আইসিটি অনুদান প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ, অনুদান অর্থ ছাড় পদ্ধতি বর্ণনা ও অনুদানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি অনুদান ব্যবহার নির্দেশিকা জারী করা হলো। আশা করা যায় আইসিটি অনুদান ব্যবহার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এসএমসি/এমএমসি ও পিটিএ কার্যকরসহ ক্ষমতা অর্জন করবে এবং ইন্টারনেট যোগে প্রকল্পের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বাস্তবতার নিরিখে ও অর্জিত ফলাফল পর্যলোচনা করে বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে নির্দেশিকাটি সংশোধন করা যাবে। নির্দেশিকাটি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নিয়মিত প্রকল্পের সাথে ই-মেইল যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য উপাত্ত আদান-প্রদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এসএমসি/এমএমসি-কে অনুরোধ করা হলো। । নির্দেশিকাটি অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

মো: শহীদ বখতিয়ার আলম
প্রকল্প পরিচালক
সেকায়েপ

বিতরণ:
কার্যার্থে:
১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ...উপজেলা.....জেলা
২. সভাপতি, এসএমসি/এমএমসি.....বিদ্যালয়/মাদ্রাসা, ...উপজেলা.....জেলা;
৩. প্রধান শিক্ষক/সুপার, ... বিদ্যালয়/মাদ্রাসা, ...উপজেলা.....জেলা;
৪. সভাপতি, পিটিএ, ... বিদ্যালয়, ...উপজেলা.....জেলা;
জ্ঞাতার্থে
১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ...উপজেলা.....জেলা;
২. উপ পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা .....উপজেলা.....জেলা;
৩. আঞ্চলিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ...উপজেলা.....জেলা;

ক. পটভূমি

১. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এ্যানহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)-এর উদ্দেশ্য হলো মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, ধারাবাহিকভাবে শিখন ফলাফল পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প এলাকায় সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। মূল সেকায়েপ ১২৫টি উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সহায়তা প্রদান করছে। অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৭ অবধি নতুন আরো ৯০টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। অর্থাৎ মোট ২১৫টি উপজেলা প্রকল্প কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হবে।

২. আইসিটি অনুদানের লক্ষ্যঃ

এসএমসি/এমএমসি এবং পিটিএকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা আইসিটি অনুদানের উদ্দেশ্য। প্রকল্প অফিস ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে এরূপ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

৩. ম্যানুয়ালের উদ্দেশ্যঃ

এ ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো: ১. আইসিটি অনুদান প্রাপ্তির যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ; ২. নির্বাচন প্রক্রিয়া বর্ণনা; ৩. বিভিন্ন সহযোগীর ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা; এবং ৪. অনুদান বিতরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।

৪. সংস্করণঃ

এটি আইসিটি ম্যানুয়াল-এর প্রথম সংস্করণ। বাস্তবতার নিরিখে এবং অর্জিত ফলাফল পর্যালোচনা করে বিশ্ব ব্যাংক ও সেকায়েপ-এর পরামর্শক্রমে সময়ে সময়ে এটি সংশোধন করা যাবে।

খ. বাস্তবায়ন পদ্ধতি

৫. আইসিটি অনুদানের ব্যাখ্যাঃ

ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রকল্পের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেকায়েপভুক্ত প্রতিটি যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রতি মাসে অনুদান হিসেবে ৮০০.০০ (আট শত) টাকা প্রদান করা হবে। এ অনুদানের অর্থ ছাড় করা হবে এসএমসি/এমএমসি সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে।

৬. আইসিটি অনুদানের পরিধিঃ

২০১৪ শিক্ষা বছরে আইসিটি অনুদানের আওতাভুক্ত হবে ১২৫টি সেকায়েপ উপজেলার যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ। ২০১৫ শিক্ষা বছরে এ অনুদানের আওতায় মোট ২১৫টি উপজেলার যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যুক্ত হবে। আইসিটি অনুদান ব্যবহার করে এ সকল প্রতিষ্ঠান ই-মেইল আদান প্রদান ছাড়াও স্থানীয়ভাবে পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন লিখনে সক্ষমতা অর্জন করবে।

৭. আইসিটি অনুদান বাস্তবায়ন ধাপসমূহ:

ধাপসমূহ	বর্ণনা
ধাপ ১:আইসিটি অনুদান/ প্রবর্তন/সূচনা	প্রথমে সেকায়েপভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করে আইসিটি অনুদান সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হবে। পত্রে প্রতিষ্ঠান ও এসএমসি/এমএমসিকে অনুরোধ জানাতে হবে যেন প্রতিষ্ঠানের একটি ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়। ই-মেইল একাউন্ট খোলার জন্য প্রতিষ্ঠানের ধরণের ভিত্তিতে (অর্থাৎ স্কুলের জন্য s ও মাদরাসার জন্য m) আদ্যাক্ষর লিখে পরে EIIN ব্যবহার করা যাবে। যেমন: খেকুয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়ের EIIN ১০০০৩৪। ঐ বিদ্যালয়ের ই-মেইল ঠিকানা হবে s100034@gmail.com
ধাপ ২: যোগ্যতা নির্ধারণ	যে কোন সেকায়েপ প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ২টি ই-মেইল প্রকল্প অফিসে পাঠালে প্রথম বারের মত আইসিটি অনুদানের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। এর পর হতে প্রতি মাসে নিয়মিত ১টি ই-মেইল পাঠিয়ে প্রকল্প অফিসে বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি অবহিত করবে। আইসিটি অনুদান পাবার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য সেকায়েপ আইটি কনসালটেন্ট ও ফোকাল পারসন প্রতিষ্ঠানসমূহের ই-মেইল যোগাযোগ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন। কোন প্রতিষ্ঠান কোন মাসে ই-মেইল প্রেরণ না করলে সেকায়েপ ফোকাল পারসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পারসনের সাথে যোগাযোগ করে সমস্যার সুরাহা করবেন।
ধাপ ৩: অবহিতকরণ সভা/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান	প্রকল্প প্রতিটি যোগ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অবহিতকরণ ওয়ার্কশপ আয়োজন করবে। একই সাথে প্রচারণার জন্য লিফলেট ও পোষ্টার বিলি করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ সভায়/ওয়ার্কশপে তাদের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও আইসিটি'র জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোনীত করে প্রকল্প অফিসে একটি ই-মেইল পাঠাবে।
ধাপ ৪: এসিএফ তৈরি	আইসিটি অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা নির্ধারণের পর প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা সেকায়েপ এমআইএস সেলে প্রেরণ করবে। তালিকা অনুযায়ী এমআইএস সেল খসড়া এসিএফ (পরিশিষ্ট ১) তৈরি করে পিএমটিএ বরাবরে পাঠাবে। পিএমটিএ চূড়ান্ত এসিএফ তৈরি ও প্রাপ্ত তথ্য নিজস্ব ডাটাবেইজ-এ একীভূত করবে। অন্যান্য স্কুল অনুদানের মত এ অনুদানের জন্যও বছরে দু'বার এসিএফ তৈরি করা হবে, কারণ আইসিটি অনুদান পরিশোধ করা হবে বছরে দুটি কিস্তিতে।
ধাপ ৫: অনুদান অর্থ ছাড়করণ	সেকায়েপ আইসিটি অনুদান প্রদানের জন্য অগ্রণী ব্যাংক বরাবরে এসিএফ ও পেমেন্ট অথরাইজেশন প্রেরণ করবে। অগ্রণী ব্যাংক বছরে দু'বার এ অনুদানের অর্থ এসএমসি/এমএমসি সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে অনুদান অর্থ ছাড় করবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ এ অর্থ ব্যয় করবে ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্যবহার করার জন্য। পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি কিস্তির অর্থ ব্যয়ের রশীদ ও ভাউচারসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করবে। পরবর্তী কিস্তির

	অর্থ ছাড় ও প্রাপ্তির জন্য ব্যয়ের রশীদ সংরক্ষণ জরুরী।
ধাপ ৬: ধারাবাহিক যোগ্যতা	প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত (যেমন: অতিরিক্ত ক্লাশ বাস্তবায়ন, পিএমটি বুথ অপারেশন, উদ্দীপনা পুরস্কার, আইএসএফ কর্মসূচী, বই পড়ার উন্নয়ন, ইত্যাদির বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য) বিনিময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সেকায়েপের সাথে ওয়েবসাইট বা ইন্টারনেটে যোগাযোগ ও ই-মেইল আদান-প্রদান অব্যাহত রাখবে। এতে পরবর্তী বছরের অনুদান প্রাপ্তির যোগ্যতা বহাল থাকবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ মাউশি ও ব্যানবেইসকে বার্ষিক প্রতিষ্ঠান শুমারী সংক্রান্ত তথ্যও ই-মেইলে সরবরাহ করতে পারবে। সময়ের ব্যাপ্তিতে নিজেদের আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানগুলি সেকায়েপের সাথে সংযুক্ত (লগইন) থেকে মনিটরিং ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত পাঠাবে।

গ. তহবিল অবমুক্তি

৮. সরকারী কোষাগার হতে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত তহবিল প্রবাহ:

আইসিটি অনুদান ব্যয় শুরুতে সরকারী কোষাগার হতে নির্বাহ করা হবে। সরকারী কোষাগার হতে অনুদানের অর্থ প্রাপ্তি সহজ করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী:

১. সেকায়েপ আইসিটি অনুদান সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মাউশিতে প্রস্তাব প্রেরণ করবে;
২. মাউশি আইসিটি অনুদানকে এডিপি বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এ পাঠাবে;
৩. অনুদান অর্থ অগ্রিম উত্তোলনের জন্য মাউশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর মাধ্যমে অর্থ বিভাগ হতে অনাপত্তি পত্র (এনওসি) ও অনুমোদন গ্রহণ করবে;
৪. অর্থ বিভাগ-এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সেকায়েপ-এর অনুকূলে অগ্রিম চেক প্রদান করবেন;
৫. সেকায়েপ আইসিটি অনুদানের এসিএফসহ অগ্রণী ব্যাংক বরাবরে পেমেন্ট অথরাইজেশন (অর্থ পরিশোধের কতৃত্বদান পত্র) জারী করবে;
৬. অগ্রণী ব্যাংক যোগ্য প্রতিষ্ঠানের এসএমসি/এমএমসি সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে অনুদানের অর্থ ছাড় করবে।

৯. ব্যয়কৃত অর্থ আইডিএ হতে পুনর্ভরণ পদ্ধতি:

সেকায়েপ আইসিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব সমন্বয় করার জন্য দায়িত্ব পালন করবে। মহাপরিচালক, মাউশি বা তদকর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা ডিএলআইভিত্তিক তহবিল হতে ব্যয়কৃত অর্থ পুনরর্ভরণের জন্য অর্থ উত্তোলন আবেদন পেশ করবেন। এ জন্য ব্যয়ের উপযুক্ত প্রমাণসহ ডিএলআই লক্ষ্য অর্জন সন্তোষজনক হতে হবে। অতঃপর আইডিএ কর্তৃক পুনর্ভরিত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

১০. তথ্য এবং তহবিল প্রবাহ চিত্রঃ

প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সেকায়েপে তথ্যের প্রবাহ এবং সরকারী কোষাগার হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ প্রবাহ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সহযোগীর ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

সেকায়েপ

- প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ই-মেইল/ইন্টারনেট যোগাযোগের ব্যবস্থা করা;
- আইসিটি বিষয়ে অবহিতকরণ ওয়ার্কশপ আয়োজন করা;
- যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা তৈরি;
- এমআইএস সেল ও পিএমটিএকে যোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা পাঠানো;
- নির্ধারিত কিস্তি অনুযায়ী অগ্রণী ব্যাংক-এর অনুকূলে পেমেন্ট অথরইজেশন জারী করা ও প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুদান অর্থ প্রেরণ;
- প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও প্রতিক্রিয়া বা মতামত জানানো;
- অগ্রণী ব্যাংক ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে পৃথক পৃথকভাবে অর্থ ছাড় করার বিবরণী সংগ্রহ করা;
- প্রাপ্ত বিবরণীর ভিত্তিতে ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয় করা এবং ডিএলআইভিত্তিক তহবিলের ছাড়কৃত অর্থ উত্তোলন ও তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান প্রক্রিয়াকরণ।

পিএমটিএ

- পিএমটিএ প্রাপ্ত এসিএফ চূড়ান্ত করে তথ্য ডাটাবেইজে সংহত করবে।

অগ্রণী ব্যাংক

- অগ্রণী ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অনুদানের অর্থ ছাড় করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ

- প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আইসিটি অনুদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ করবে এবং সেকায়েপে প্রতিবেদন পাঠাবে।

সেকায়েপ আইটি ডেস্ক

- যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ করবে;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ/অবহিতকরণে সহায়তা দেবে;
- প্রতিষ্ঠানের আইসিটি সংক্রান্ত বিষয় পরিবীক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

১১. আইসিটি অনুদান পরিচালনায় মাঠ পর্যায়ের সহযোগীদের ভূমিকা ও দায়িত্বঃ

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব	• কে কখন অবহিতকরণ প্রশিক্ষণে যাবে তা প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্ধারণ করবেন; • ই-মেইলের মাধ্যমে নিয়মিত সেকায়েপ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য/প্রতিবেদন আদান-প্রদান করছে কিনা তার অনুসরণ করা বা খোঁজ রাখা।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	• আইসিটি অনুদান অর্থ এসএমসি/এমএমসি সভাপতি ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে ছাড় নিশ্চিত করা; • তথ্য ও প্রতিবেদন আদান-প্রদানে আইসিটির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন; • প্রতিষ্ঠানকে তথ্য আদান প্রদানে ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবহার করার নির্দেশনা দেবেন।
এসএমসি/এমএমসি	• ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে দায়িত্ব প্রদান; • আইসিটির মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এসএমসি/এমএমসি সভায় আলোচনা করা এবং প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে সহায়তা দেয়া; • প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য/উপাত্ত প্রেরণের জন্য একটি যোগাযোগ পরিকল্পনা তৈরি; • পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং ছক ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার ও সেকায়েপকে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা; • নিরীক্ষার প্রয়োজনে সকল বিল ভাউচার সংরক্ষণ করবে ও নিরীক্ষার জন্য দায়ী থাকবে।
প্রতিষ্ঠান ফোকাল পারসন	• প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে ই-মেইল গ্রহণ করা; • প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ই-মেইলের জবাব দেয়া; • আইসিটি অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

পরিশিষ্ট ১

সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এ্যানহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

আইসিটি অনুদানের এসিএফ ছক

(মাস ও বছর: .....)

বিভাগ:

জেলা:

উপজেলা:

শাখা কোড:

শাখার নাম:

ক্রমিক	ইআইআইএন	প্রতিষ্ঠানের নাম	মাস (ই-মেইল) সংখ্যা	মাসিক টাকার হার	মোট টাকা	প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর	এসএমসি/এমএমসি সভাপতির স্বাক্ষর
১.			৬ (১২)	৮০০.০০	৪৮০০.০০		
২.			৬ (১২)	৮০০.০০	৪৮০০.০০		
৩.			৬ (১২)	৮০০.০০	৪৮০০.০০		
৪.			৬ (১২)	৮০০.০০	৪৮০০.০০		

- সেকায়েপভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ই-মেইল পাঠানোর জন্য অনুরোধ পাবার ৭ দিনের মধ্যে তাদের ই-মেইল একাউন্ট হতে ২টি ই-মেইল পাঠাবার প্রেক্ষিতে ৬ মাসের জন্য প্রথম কিস্তির বরাদ্দ পাবে;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সেকায়েপ সংক্রান্ত সকল তথ্য/প্রতিবেদন ই-মেইলযোগে প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করবে;
- আইসিটি অনুদানের বরাদ্দকৃত ৮০০.০০ টাকা শুধুমাত্র আইসিটি সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করতে হবে;
- অব্যয়িত অর্থ অবশ্যই সেকায়েপ বরাবরে ফেরৎ দিতে হবে;
- পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে আইসিটি সম্পর্কিত রশীদ ও ভাউচার প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।